প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ঐতিহাসিকদের দেখাগেছে যদ্রপাতির কই তেমনা ছিলনা। কিন্তু তার রূপ ছিল লিখিত পুঁথির। এই পুঁথির ইতিহাস ছিল দুভাগে ভাগ করে দেখা হয়। মাটির নিচে এবং ঊর্ধ্বলোকে পুত্র। রোমের শতনের পর হাত বদল হয়ে পুঁথির রচনা এবং অনুকরণের ওপর যদিও অন্যান্য বিষয়ে প্রতিযোগিতার কর্তৃত্ব ছিল। কিন্তু বহুদেবতা বাদের থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বহু নতুন প্রজন্মের সমাজের ভাগ্য হয়। এমনে মানুষের পুঁথির- এমনটি উৎপাদন রইল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে পুঁথির নকল নবীনা এবং উৎপাদনের ধরন বা শিল্প বহুলাংশে হল। পুঁথির এই- ধারাবাহিক বিবর্তনের সাথে যুক্ত হয়েছিল নতুন সমাজের। পুরোনো অভিযান ও মানুষের ধারাবাহিকতা- এবং নতুন মূল্যবোধের আবির্ভাব হয়েছিল। আইনবিদ, ধর্মযাজী অর্থনৈতিক বিদ্যা মানুষ মানুষ প্রত্যেকেরই- বই প্রয়োজন হত। স্বভাবতই- পুঁথির এই ঘর একটা বাজার তৈরী হয়েছিল ধীরে ধীরে।

খ্রিষ্টপূর্ব শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছিল মুদ্রণ প্রযুক্তির তার প্রভাব ছিল পুনর্ব্যবহারযোগ্য উইলের আবিষ্কারের। খ্রিষ্টপূর্ব শতকের মধ্যভাগে বইয়ের দোকান দেখা যায়। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হলেও বই ছাপার প্রয়োজনীয় সামগ্রী ছিল কাগজ। কাগজের ব্যবহার মুদ্রণবিপ্লবকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। রাইনোগ্রাফী (xylography) বা ব্লক প্রিন্টিং প্রথম এসেছিল চীনদেশ থেকে অষ্টম শতকের শেষার্ধে। মুদ্রকের যে লেখা বা ছবি ছাপাতে চাইছেন, তা একটা কাগজের পৃষ্ঠার ওপর উল্টো করে খোদাই করে। তাতে কালি মাখিয়ে কাগজের ওপর তা চেপে দিতেন, চীনা ভাষার অসংখ্য অক্ষরের- এই পদ্ধতি আদর্শ হয়েছিল। ভেনেশিয়ান, জার্মান- বহু দেশের- যে মুদ্রণ ব্যবসা গড়ে উঠেছিল তাতে সাধারণ এক ধরনের কালি, কাগজে কালির ছাপ লাগানোর জন্য আর বিশেষ ধরনের। ছবি আঁকার তেল বার্নিশ তেল মিশিয়ে তৈরী হত এই বিশেষ ধরনের কালি। আর ধাতব হরফ তৈরীর- কারিগরী কৌশল এসেছিল বহুকালের পুরোনো ঐতিহ্য থেকে- এদের মধ্যে ছিল মুদ্রা তৈরীর- কাজ, আর ধাতুর হরফ তৈরীর কাজ।

shot on moto g⁸ plus
Prasenjit's photography